আলমডাঙ্গায় এমএ মান্নান রতন জমিদারের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় আমেরিকা প্রবাসী এমএ মান্নান রতন জমিদারের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের ভোদুয়া নতুন ঈদগা ময়দানে ১৪ তম দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইফতার মাহফিলে সার্বিক সহযোগীতা করেন ভোদুয়া গ্রামের সর্বস্তরের যুব সমাজ।

ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানে ভোদুয়া গ্রামের সর্বস্তরের প্রায় তিন হাজার রোজাদার অংশগ্রহণ করেন। এর আগে প্রবাসী এমএ মান্নান রতন জমিদার ও তার পরিবারের প্রতি দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

জানাগেছে, প্রতিবছরের ন্যায় এবারও আমেরিকা প্রবাসী এমএ মান্নান রতন জমিদারের উদ্যোগে প্রায় তিন হাজারের উর্ধে রোজাদারগণের ইফতারি বিতরণ করা হয়েছে। গশনিবার বিকেল সাড়ে ৪ টার পর থেকে ভোদুয়া গ্রামের সাধারণ রোজাদার একে একে নতুন ঈদগাহ মাঠে আসতে থাকেন। এমএ মান্নান রতন জমিদারের অনুপস্থিতিতে সার্বিক দায়িত্বপালন করেন ভোদুয়া গ্রামের কয়েকশো যুবক। মাহে এই রমজানে এমন আয়োজনে গ্রামের সাধারণ মানুষ অনেক খুশি হয়েছে। ভোদুয়া গ্রামের যুব সমাজ ও আমেরিকা প্রবাসী এম এ মান্নান রতন জমিদার প্রতিবছর রমজান মাসে এ আয়োজন করে থাকেন।

প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামজামি বাজার জামে মসজিদের খতিব মোঃ সাইফুল ইসলাম, ছত্রপাড়া জামে মসজিদের খতিব হাফেজ মোঃ আব্দুল মান্নান ও হাফেজ সাব্বির রহমান।

আলমডাঙ্গা থানাপাড়া যুব সমাজের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল

আলমডাঙ্গা থানাপাড়া যুব সমাজের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও দোয়া মাহফিল অনুষ্টিত হয়েছে।
গতকাল আলমডাঙ্গা থানাপাড়ার মরহুম আফাজ উদ্দিন মিয়ার বাসভবনে ইফতার পুর্ব আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন থানাপাড়া যুবসমাজের প্রতিনিধি মাসুদ রানা তুহিন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ শেখ গনি মিয়া। তিনি বলেন পবিত্র রমজান মাস সিয়াম সাধনের মাস,এই মাসে আপনারা যারা থানা পাড়ায় বসবাস করেন সকলে সততার সাথে নিষ্টার সাথে একে অপরের সাথে মিলে মিসে থাকবেন।পাড়ার সকল যুব সমাজকে ভাল কাজে পরিচালনা করবেন, আল্লাহ পাক সততা এবং হালাল রুজিসহ সকলকে সত্যপথ দেখাতে সহায়তা করবে, এই মাসে আল্লাহ তালা কবর বাসিদের আজাব মাফ করে দেন, তাই রহমতের এই মাসে আমরা যারা উপস্থিত আছি তারা কোন ভাবেই কাউকে ঠকাব না, আমাদের দ্বারা কেউ প্রতারিত হবে না।

ইফতার ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, হারদী কলেজের সহকারি অধ্যাপক ইদ্রিস আলী খান, আশরাফুল ইসলাম, ডা আজিজুল হক সোমা, ডাঃ কাজল,সরকারি স্কুলের সহকারি প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস হোসেন, প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সম্পাদক হামিদুল ইসলাম, বনিক সমিতির সাধারন সম্পাদক খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ওমর আলী মাষ্টার, আসাদুল হক, মীর ঠান্ডু মিয়া, মীর লাল্টু মিয়া, মীর উজ্জল, সরকারি কলেজের ক্রীড়া শিক্ষক সাইদ হিরন, উজ্জল হোসেন, গনি মাষ্টার, ইউনুছ আলী খান, ফজলুল হক, শহিদুল ইসলাম, রহমান মাষ্টার, সাংবাদিক আতিক বিশ্বাস, ইলিয়াছ খানমতিয়ার রহমান প্রমুখ। দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ ওমর ফারুক ও থানা মসজিদের ইমাম মওঃ মিল্টন। মোট ৪ শত মানুষের ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

সার্বিক সহযোগীতায় ছিলেন, সুলতান আরেফিন, সন্টু মিয়া, ডাঃ আলো, সানজার মল্লিক, এ্যাডঃ তপু, টিলু হাসান, বিপুল মিয়া, লিপু মিয়া, আলো, প্রকৌশলী শিতল, ড্যানি, ডিউক, প্রিন্স, মিঠু, সাজু, হুমায়ন, সাকিল, টুটুল, মিজু, সোহাগ, সানজার, রিমন, লিটু প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় কৃত্রিম প্রজনন কর্মীকে প্রতারণার অভিযোগে জরিমানা

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃত্রিম প্রজনন কর্মী ও পশু চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত অর্থ আদায় এবং কাঙ্খিত বাচ্চা না পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গত ১৯ শে মার্চ এমন অভিযোগ তুলে চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিদপ্তরে অভিযোগ দিয়েছে আশাবুল হক নামের এক খামারি। ওই অভিযোগে কৃত্রিম প্রজনন কর্মী ও পশু চিকিৎসক আব্দুল মান্নানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ জরিমানা আদায় করেন।

অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের বেগুয়ারখালি গ্রামের বাসিন্দা আশাবুল হক। তিনি আমেরিকান ডেইরী লিমিটেড (এডিএল) এ.আই কার্ডধারী খামারি। তার খামারী ব্যবসার উপরে জিবিকা ও পরিবার নির্বাহ করেন। ২০২৩ সালের ২৩ মে স্থানীয় কৃত্রিম প্রজনন কর্মী আব্দুল মান্নানের মাধ্যমে একটি গাভী গরুকে ব্রাহামা সিমেন দেওয়ার কথা বলে তিন হাজার টাকা নেন। পরবর্তীতে গরুটি কনসিভ না করলে আবারো ওই চিকিৎসকে ডেকে আনি। তিনি দফায় দফায় কৃত্রিম প্রজননের নামে ৭ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়।

এছাড়া ব্রাহামা সিমেন দেবার কথা থাকলেও বাচ্চা প্রসবে দেখা যায় শাহিওয়াল ক্রস। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন এবং ভুক্তভোগী আশাবুল হককে জরিমানার ২৫% অর্থ দেওয়া হয়।

উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহীল কাফি জানান, কৃত্রিম প্রজননের নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায় সহ প্রতারণার অভিযোগে ভোক্তা অধিদপ্তর তাকে জরিমানা করেছে।

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির কার্যালয়ে আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির কার্যালয়ে আসন্ন ঈদুল ফিতর ও পবিত্র মাহে রমজানকে সামনে রেখে আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্টিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে এ মতবিনিময় সভায় অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ গনি মিয়া।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শেখ গনি মিয়া বলেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের সবচাইতে বড় ধর্মীয় উৎসব হলো ঈদুল ফিতর ও মাহে রমজান। এই উৎসবকে সামনে রেখে এক শ্রেণীর চোর চক্র ব্যবসায়িদের নানা ভাবে হয়রানি করে,তারা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটাতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।আপনারা আমাদের সহায়তা করলে তাদের ধরতে আমরা বদ্ধ পরিকর।তবে সিসি ক্যামেরা গুলি সচল করে দিতে হবে,কারণ সিসি ক্যামেরা সচল থাকলে অপরাধীদের চিহ্নিত করতে সহায়ক হয়।

অনুষ্ঠানে অন্য বক্তাগণ বলেন, মাদক সেবীদের অত্যাচারে সমাজ অতিষ্ট হয়ে পড়েছে।মাদকের কারণে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নাজুক হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।তাই মাদক বন্ধে ওসি সাহেবকে কার্যকর ভুমিকা রাখতে অনুরোধ করেন ব্যবসায়ীরা ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসবে উপস্থিত ছিলেন বণিক সমিতির সাবেক সভাপতি হাজী রফিক মিয়া, মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি রিয়াজ উদ্দিন। বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুনের উপস্থাপনায় আরও বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস, হোটেল মালিক সমিতি সভাপতি আনোয়ার হোসেন, সভাপতি গার্মেন্টস মালিক সমিতি বাবলু মিয়া, সম্পাদক রিপণ মিয়া, মটর সাইকেল মেকানিক সমিতির সভাপতি রুহুল উদ্দিন, কাঠব্যবসায়ি সমিতির সভাপতি আসাদুল

হক ডিটো, সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, কাঁচা বাজার মালিক সমিতি সভাপতি ইমরুল কায়েস। বণিক সমিতির সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দিন আহমেদ, সাংগাঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বাবলু, সদস্য হামিদুল ইসলাম, জয়নাল ক্যাপ, তোতা মিয়া, রতন জমিদার, জসিম উদ্দিন, সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

আলমডাঙ্গা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তিন নার্সের বিরুদ্ধে দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহেলার অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তিন সিনিয়র স্টাফ নার্সের বিরুদ্ধে দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহেলার অভিযোগ উঠেছে। ডাইরিয়া রোগীকে চিকিৎসা না দিয়ে হয়রানীর অভিযোগও তুলেছে ভুক্তভোগী সামসুন নাহারের স্বামী শফিকুল ইসলাম।

অভিযুক্তরা হলেন- উপজেলা হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সিনিয়র স্টাফ নার্স নাসিমা বেগম, সেলিনা খাতুন ও শারমিন আরা।

অভিযোগ সূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামের বাসিন্দা শফিকুল ইসলামের স্ত্রী সামসুন নাহার। তিনি গত ১৯শে মার্চ মঙ্গলবার দুপুরে তার স্ত্রী সামসুন নাহার ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে হারদি হাসপাতালে ভর্তি হন। ওই দিন জরুরী বিভাগে দায়িত্বপালন করেন চিকিৎসক ডাঃ পার্থ কুমার পাল। তিনি রোগের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। এবং চিকিৎসা সেবা দেবার জন্য ডাইরিয়া ওয়ার্ডে পাঠান। তারা প্রথমে হাসপাতালের তৃতীয় তলায় দায়িত্বরত স্টাফ নার্সের কাউন্টারে গেলে তারা ডায়রিয়া ওয়ার্ডে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ডায়রিয়া ওয়ার্ডে সামসুন নাহারকে নিয়ে গেলে নার্স সেলিনা খাতুন আবারো কাউন্টারে ফেরৎ দেয়। এভাবে এ ভবন থেকে অন্য ভবনে দৌড়াদৌড়ির শিকার হয়। ততক্ষণ চিকিৎসকের চিকিৎসা পত্রের কোন চিকিৎসা দেননি। ওই রোগীর

শারীর অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়ায় চিকিৎসা না নিয়ে শফিকুল ইসলাম তার স্ত্রীকে নিয়ে দ্রুত স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ভর্তি করেন এবং চিকিৎসা দেন। শফিকুল ইসলাম দাবি করেন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি রোগীদের নার্সের তামাশা খুবই দুঃখজনক। এমন হয়রানীর শিকার যেনো পরবর্তীতে অন্য কোন রোগী যেনো না হয় সেকারনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ব্যবস্থা নেবার দাবি জানান।

হারদি হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স (ইনচার্জ) জানান, কাউন্টারে তিন-চার জন রোগী ভর্তির জন্য তাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছিল। ওই রোগীকে ডায়রিয়া ওয়ার্ডে পাঠানো হয়। তবে কি কারণে হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেছে তার জানা নেই।

আলমডাঙ্গা উপজেলা ব্যাপি মাদকের ছড়াছড়ি- ইউপি চেয়ারম্যান

আলমডাঙ্গা উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভায় উপজেলা ব্যাপী মাদকের ব্যাপক ছড়াছড়িতে চেয়ারম্যানরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাসের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভায় ইউপি চেয়ারম্যানদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থাকার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আজকের সভায় ১৫ ইউপি চেয়ারম্যানসহ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। মাসিক এই সভায় আলমডাঙ্গা উপজেলার গ্রামে গ্রামে ভয়াবহ আকারে মাদকের কারবার বিক্রেতা ও ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ। তাদের এলাকার মাদকের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেন।

এছাড়াও চেয়ারম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোজাহিদুর রহমান লোটাস জোয়ার্দ্দার বলেন, যদি এধরনের পরিস্থিতি চলতে থাকে ঈদের

পরে এলাকার সচেতন মানুষ নিয়ে মাদকের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবো। তার এই বক্তব্যকে সহমত প্রশন করেছেন উপস্থিত সকল চেয়ারম্যানবৃন্দ।

মাদক নিয়ে ইউপি চেয়ারম্যানদের অভিযোগ, সম্প্রতি আলমডাঙ্গা উপজেলা জুড়ে মাদক বিক্রেতা ও ক্রেতাদের অভায়রণ্যে পরিণত হয়েছে। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বিভিন্ন ইউনিয়নের গ্রামাঞ্চলে প্রকাশ্যে ও গোপনে রমরমা মাদক বেচাকেনা চলছে। তারা পুলিশ প্রশাসনের নিরবতাকে দায়ি করেন। একারণে উপজেলা জুড়ে চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ উপজেলায় প্রায় ১০ টি ফাঁড়িপুলিশের ক্যাম্প রয়েছে। তাদের ক্যাম্প এলাকার মধ্যে মাদক সেবীর আনাগোনা চললেও আইন প্রয়োগের কোন নেই উদ্যোগ। তাদের প্রশাসনিক আমলে না নেওয়ার জন্য মাদক ক্রেতা-বিক্রেতা সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এডভোকেট খন্দকার সালমুন আহমেদ ডন,উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তা ডাক্তার শারমিন আক্তার,উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, পৌরসভার প্যানেল মেয়র খন্দকার মজিবুল হক, থানার ওসি (তদন্ত) আবু সাঈদ,প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুল্লাহিল কাফি।তাছাড়া অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত, সমাজ সেবা অফিসার নাজমুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক,তথ্য কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহানুর রহমান, এনামুল হক,আশিকুর রহমান অল্টু, আসাদুল হক মিকা, তাপসির আহমেদ লাল, মিনাজ উদ্দিন, তরিকুল ইসলাম, মুজাহিদুর রহমান লোটাস, মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, এজাজ ইমতিয়াজ, হাসানুজ্জামান সারোয়ার,অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম, মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ আশুরা খাতুন, সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খান, মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক মনিরুজ্জামান প্রমুখ।

এছাড়া সভায় আলমডাঙ্গা পৌর শহরে ঈদ বাজারের যানজট, ফুটপাত দখল, ভ্রাম্যমাণ আদালত, বিদ্যুৎ সমস্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় বিস্কুট কেনার অজুহাতে ইজিবাইক চুরি

ঝিনাইদহ হরিশপুর গ্রামের যুবক ইমরান হোসেন (২৫)। সে অভাবের সংসারে ইজিবাইক চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। গত চার মাস আগে স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর নিকট থেকে তিনি ভাড়ায় ইজিবাইক নেয়।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর শহরের হলুদ পট্টি এলাকা থেকে কৌশলে ইজিবাইক চুরি করে নেয় চোরচক্রের সদস্যরা। এতে হতাশাগ্রস্থ হয়ে ইজিবাইক খুঁজতে থাকে শহর জুড়ে। পরে থানা পুলিশের সহযোগীতা নিয়েও খুঁজে পাননি তার ভাড়ায় চালিত ইজিবাইক।

ইমরানের পিতা ইউনুস আলীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত চার আগে হরিণাকুন্ডু উপজেলা শহরে ব্যাটারি চালিত ভ্যান চালিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। ইমরানের চার ও তিন বছরের দুটি মেয়ে এবং সদ্য ভূমিষ্ঠ ছেলে সন্তান থাকায় পরিবারের আর্থিক চাপে পড়েন। তারই কারণে স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর নিকট থেকে একটি ইজিবাইক ভাড়ায় নেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার দিকে অজ্ঞাত ব্যক্তিকে নিয়ে হরিণাকুন্ডু বাজার হতে আলমডাঙ্গা শহরের আসেন। বেলা ১২ টার দিকে শহরের হলুদপট্টি এলাকায় তাকে ইজিবাইক থামাতে বলে। ওই ব্যক্তি বিস্কুট কেনার অজুহাতে বাজারে প্রবেশ করে। তার সাথে ইমরানও ইজিবাইক তালা দিয়ে যায়। সেখান থেকে ফিরে এসে দেখেন, তার ইজিবাইক নেই।

কান্না জড়িত কন্ঠে ভুক্তভোগী ইমরান বলেন, সামনে ঈদ। ছোট ছোট বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাড়ায় গিয়েছি। গাড়িটাও হারিয়ে গেলো। একমাত্র আল্লাহই জানেন তার কী হবে। কিন্তু সব শেষ হয়ে গেল।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) শেখ গনি মিয়া জানান, ইজিবাইক চুরির ঘটনায় অভিযোগ করা হয়েছে। জড়িতদের ধরতে ও ইজিবাইক উদ্ধারে কাজ চলছে। এছাড়া শহরের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

আলমডাঙ্গায় বেশি দামে গরুর মাংস-মুরগি বিক্রি, চার ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বেঁধে দেওয়া দামের চাইতে বেশি দামে গরু ও মুরগি বিক্রির ঘটনায় আলমডাঙ্গায় চার ব্যবসায়ীকে সাড়ে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা ১২ টার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস এ আদালত পরিচালনা করেন। তিনি পৌর শহরে নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজার তদারকির সময় এ জরিমানা করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস আদালত সম্পর্কে বলেন, বুধবার দুপুরে পৌর শহরে নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজার দর মনিটরিং করা হচ্ছিল। এসময় মাংস ও মুরগি বাজারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বেঁধে দেওয়া দামের চাইতে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। এমন অভিযোগে ওই এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

তিনি আরো বলেন, সরকারি ভাবে ব্রয়লার মুরগির উৎপাদন খরচ ১৪৫ টাকা ৭৮ পয়সা। তা উৎপাদক পর্যায়ে ১৫১ টাকা ৮১ পয়সা, পাইকারি পর্যায়ে ১৬২ টাকা ৬৯ পয়সা এবং খুচরা পর্যায়ে ১৭৫ টাকা ৩০ পয়সা দরে বিক্রি করতে হবে। একই ভাবে গরুর মাংসের উৎপাদন খরচ ৫৮৭ টাকা ৫০ পয়সা। উৎপাদক পর্যায়ে গরুর মাংসের কেজি ৬০৫ টাকা ১৩ পয়সা, পাইকারি পর্যায়ে ৬৩১ টাকা ৬৯ পয়সা এবং খুচরা পর্যায়ে ৬৬৪ টাকা ৩৯ পয়সা বিক্রির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তাই ভোক্তা সংরক্ষণ আইনে মাংস ব্যবসায়ী মজিবর রহমানকে তিন হাজার টাকা, লিজু আলীকে দুই হাজার টাকা, মুরগি ব্যবসায়ী ইমন হোসেনকে দেড় হাজার টাকা, সোলেমান আলীকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আলমডাঙ্গার পুকুর সংস্কারের নামে মাটি কেটে বিক্রয়, একজনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গার পোয়ামারী গ্রামে স্কোভেটর দিয়ে পুকুর সংস্কারের নামে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলন করে ইটভাটায় বিক্রির দায়ে আমির হোসেন নামে এক ব্যাক্তিকে ভ্রাম্যমাণ আদালত ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত এ অভিযান পরিচালনা করেন। একই সময়ে ওই ব্যক্তিকে অনাদায়ে তিন মাসের কারাদণ্ড ঘোষনা করলে জরিমানার টাকা পরিষোধ করা হয় ।

অভিযুক্ত আমির হোসেন আলমডাঙ্গা উপজেলার পোয়ামারী গ্রামের মৃত জিয়ামদ্দিনের ছেলে।

আদালত সূত্রে জানাগেছে, উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের পোয়ামারী গ্রামের আমির হোসেন। গত কয়েকদিন যাবৎ পুকুর সংস্কারের জন্য দায়িত্ব দেন হাবিবুর রহমান রঞ্জুকে। সে পুকুর সংস্কারের নামে ওই পুকুরের মাটি কেটে ইটভাটা সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করছিল। এতে মাটি পরিবহণে ব্যবহৃত ট্রাক্টর চলাচলে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট স্নিগ্ধা দাস ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এসময় ওই পুকুরের মালিক আমির হোসেনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ঘোষনা করা হয়। এ সময় অভিযুক্ত হাবিবুর রহমান জরিমানার টাকা তাৎক্ষণিক পরিষোধ করেন।

আলমডাঙ্গায় পাম্প সচলের দাবিতে কৃষক জোটের মানববন্ধন

জিকে সেচ প্রকল্পের অকেজো পাম্প দ্রুত সচলকরণের দাবিতে মানববন্ধন করেছে আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষক জোট।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে পৌর এলাকার পানি শূণ্য জিকে খালের মধ্যে অবস্থান করে এ মানববন্ধন করেন। এতে অংশ নেন সেচ খালের আওতাধীন কয়েক শতাধিক কৃষক। ঘণ্টাব্যাপী এই কর্মসূচি থেকে এ অঞ্চলে প্রত্যেক কৃষকের বোরো ধানের জমিতে সেচের পানি নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন কৃষক জোটের চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা পৌর কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ শাহজাহান আলী, উপজেলা কৃষক জোটের সভাপতি এমদাদুল হক, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক, সহ-সভাপতি জান্নাতুল ফেরদৌস উষা, মহাসিন আলী, কৃষক জোটের ডাউকি ইউনিয়ন সভাপতি মোজাম্মেল হক, কালিদাসপুর ইউনিয়ন সভাপতি হাসানুজ্জামান রিপন, সহ-সভাপতি আসাদুজ্জামান খাঁন, সদস্য মজিরন নেছা, তাপসি খাতুন, তহমিনা বেগম। কৃষক জোটের প্রকল্প সমন্নয়কারী মশিউর রহমান, প্রকল্প কর্মকর্তা আসমা হেনা চুমকি, রিসোর সমন্নয়কারী দারুল ইসলাম, কৃষক জোটের মাঠ কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলাম ও শরিফুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলার কৃষকের বোরো মৌসুমে ধান চাষ জিকে খালের পানির উপর নির্ভরশীল। এই অঞ্চলের কৃষকদের দিনের পর দিন অবহেলা করা হচ্ছে। তাঁরা ঠিকমতো পানি পাননি। অতিকষ্টে তাঁদের ফসল ফলাতে হয়। মৌসুমের শুরুতেই সেচ পানি সংকটে রয়েছে। দীর্ঘদিন সেচ পাম্প নষ্টের অজুহাতে কৃষকদের দুর্ভোগে ফেলে হয়রানীর অভিযোগও করেন।

উপস্থিত কৃষক আব্দুল ওহাব আলী বলেন, গত ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে সেচ খালে পানি সরবরাহ করেন পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো)। কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ জেলার জিকের অধীনে সেচের জমি আছে ১ লাখ ৯৭ হাজার হেক্টর। এর মধ্যে বোরো ৩৫ থেকে ৪০ হাজার; আমন ৫০ থেকে ৫৫ হাজার হেক্টর জমিতে আবাদ হয়।

ভেড়ামারায় প্রধান পাম্প হাউসের দুটির মধ্যে ২০২২ সাল থেকে একটি

নষ্ট। অন্যটি দিয়ে পানি সরবরাহ করা হচ্ছিল। ফেব্রুয়ারির শুরুতে চুয়াডাঙ্গায় পানি দিলে চাষিরা বোরো রোপণ করেন। ২১ দিনপর আবারো সচল সেচ পাম্পটিও অকেজো হয়ে পড়ে। সেচ পানি না পেয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর ও আলমডাঙ্গা উপজেলায় প্রায় দুইশত হেক্টর জমির ধান নষ্ট হয়ে পড়েছে। দ্রুত সেচ পাম্প সংস্কার করে পানি দেওয়ারও দাবি জানান তাঁরা।